আমার প্রিয় শান্তিপুর কলেজ

অজয় দে

শান্তিপুর কলেজ আমাদের গর্ব। সেই কলেজের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি নিঃসন্দেহে আমাদের আনন্দমুখর স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই কলেজের ছাত্র হিসাবে অই কয়েকটি কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম।

১৯৪৮ সালে শান্তিপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। অপরদিকে তাদের দাবীদাওয়া ইত্যাদিও বেড়েই চলে। তাই তাদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার একটি তাগিদ এল। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে ছাত্রপরিষদ নামে ছাত্র-সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। আর শান্তিপুর কলেজেও ১৯৫৬ সালে প্রথম ছাত্র-সংসদ গঠিত হল। আর তা দখল করল নবগঠিত ছাত্রপরিষদ।

প্রথম গঠিত এই ছাত্র-সংসদের ক্রিয়াকলাপ খুবই উজ্জ্বল। এই সংসদের উদ্যোগে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দ্যেশ্যে কলেজে লক্ষ্মীকুঞ্জ নামক মুক্তমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরণের মুক্তমঞ্চ কোনো কলেজের মধ্যে তখন ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া ঐ বৎসরই সংসদ আরও উদ্যোগ নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র 'শুক্তি' প্রকাশ করে। পত্রিকাটির আঙ্গিক, রচনাবৈচিত্র্য ও পরিকল্পনা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ঐ বছরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এখানে আসেন। ছাত্র-সংসদ তাঁদের শান্তিপুর কলেজের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে কলেজের প্রথম ছাত্র-সংসদ আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়ে তোলে। আবার কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রকে কোন বিশেষ কারণে কলেজ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-সংসদ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এই প্রথম শান্তিপুর কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভে অংশ নেয়। এরপর থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে কলেজে ছাত্র-সংসদ গঠিত হতে থাকে।

শান্তিপুর কলেজের ছাত্র-সংসদ তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত্র যে প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিল তা নয়, তারা ছাত্রদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও গ্রহণ করে। তখন দেশে নতুন করে উন্নয়নের এক জোয়ার এসেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেই পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ, তার লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী, তার অগ্রগতি এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা সমেত সাতদিনব্যাপী এক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে ছাত্র-সংসদ। এই উদ্যোগটি সাধারণের জন্য খুবই সাড়া জাগায়।

১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষে পদার্পণ করে। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শান্তিপুর কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। তাই শান্তিপুর কলেজ ছাত্রসংসদ এই শতবর্ষ পালন উৎসবের আয়োজন করে এবং খুবই মর্যাদাসহকারে এই উৎসবটি সম্পন্ন করে। এভিন্ন পীড়িতদের সেবা করা, বন্যার্তদের জন্য আশ্রয়শিবির স্থাপন ও পরিচালন প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বও তারা পালন করে।

১৯৬২ সালের ছাত্র-সংসদের গৌরবজনক ভূমিকার কথা সর্বদাই সসম্মানে উল্লেখ্য। ঐ বছর চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দেয়। দেশ ও জাতির এই সংকটে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছাত্র-সংসদ অবিলম্বে কলেজের সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সভা করে এক প্রস্তাব পাশ করায়। তাতে বলা হয় যে; এন.সি.সি. এবং এন.সি.সি.আর.-এ যাতে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশী সংখ্যায় যোগদান করে ছাত্র-সংসদ তার জন্য উদ্যোগ নেবে। তাছাড়া কলেজের বার্ষিক যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তা বন্ধ করে ১০০১্ টাকা রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর হাতে তুলে

দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা সহায়ক কমিটি গঠন করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে ১৭২ টাকা ৫৬ পয়সা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা দেয় ছাত্র-সংসদ।

বহু বছর বাদে ১৯৬৫-৬৬ সালে ছাত্র ফেডারেশন জয়ী হয়। প্রকৃতপক্ষে কলেজে ছাত্র-সংসদ চালু হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ বার ছাত্রপরিষদ জয়লাভ করেছে। এই সময়ে দেশের রাজনীতির একটি সার্বিক পরিবর্তন শুরু হয়। খাদ্য ও কেরোসিনের দাবীতে বিক্ষোভ জানাতে গেলে কৃষ্ণনগরেপুলিশের গুলিতে নিহত হয় আনন্দ হাইত নামে এক স্কুলছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ার অন্য অংশের সঙ্গে শান্তিপুরেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। এরপরেই ১৯৬৭ সালে শ্যামবাজারের কাছে একটি স্কুলছাত্র লরীচাপা পড়ে নিহত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও ভাঙচুর শুরু হয়। আবার পুলিশ গুলি চালালে আরও একজন ছাত্র নিহত হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে মন্ত্রিসভার অন্তত দুজন সদস্যকে শান্তিপুরে ছুটে আসতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিপুর কলেজের ছাত্ররা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৭০ সালে আবার অন্যরূপ দেখা দিল। ছাত্রপরিষদ যাতে নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে তার জন্য দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য নিয়ে সব ব্যালট পেপার পুড়িয়ে দেওয়া হল। ফলে আর ছাত্রষসংসদ নির্বাচনই হতে পারল না। সেইসঙ্গে শুরু হল ছাত্র পরিষদ সদস্য ও সমর্থকদের উপর আক্রমণ। ছাত্রপরিষদের সম্পাদককে হত্যা করা হল। উদ্দেশ্য একটাই ছিল। কলেজ চত্বর থেকে ছাত্র পরিষদকে চিরতরে উচ্ছেদ করা। কিন্তু এত করেও ছাত্র পরিষদকে দমানো যায়নি । ১৯৭১-৭২ সালের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদই আবার জয়লাভ করে। শুধু জয়লাভই নয় — তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ছাত্র-সংসদ পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করতে থাকে। এই সময় এবং ১৯৭৩ সালে কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে নতুন ক্যান্টিন নির্মাণ, গ্রন্থাগারকে নতুনভাবে সজ্জিত করে প্রচুর প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এন.এস.এস. চালু করা, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ কলেজ-ভবনের সংস্কার প্রভৃতি ছাত্র-স্বার্থ সম্পর্কিত কাজ ছাত্র-সংসদ করে।

পরবর্তিকালে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন কালে ছাত্র পরিষদ ও ছাত্র ফেড়ারেশনই জিতে চলেছে - যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্র পরিষদ জয়লাভ করে। এই সময় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাত্র-সংসদ করে। যে ব্যক্তি প্রায় একক প্রচেষ্টায় শান্তিপুর কলেজ স্থাপন করেন সেই পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের একটি মর্মর মূর্তি কলেজ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শংকর প্রসাদ মিত্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সুযোগ্য সন্তান কাশীকান্ত মৈত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, আজ কলেজের পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর কলেজে কোন অধ্যক্ষ নেই। স্থায়ী শিক্ষকপদ কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। অস্থায়ী অংশকালীন প্রভাষকদের সাহায্যে কলেজের পঠনপাঠন অনেকটাই চালানো হচ্ছে। এইসব নানাবিধ কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা অনেক সময়ে অসংযত আচরনে প্রকাশ পায়। এটি কাম্য না হলেও বাস্তব। যে বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কলেজে সত্যিকারের পড়াশুনায় আগ্রহী তাঁরা প্রতিকারহীন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুঁসছেন। শান্তিপুর কলেজের এই অবস্থা সকলের কাছে খুবই বেদনাদায়ক।

আজ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপ্তি লগ্নে সকল রাজনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে অনুরোধ জানাই যে, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আমাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে কলেজে পড়াশুনার আবহাওয়াকে ফিরিয়ে আনুন। শান্তিপুর কলেজ তার পূর্ব গৌরবে ফিরে আসুক। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত ছাত্র-সংসদ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করুক।

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

" উদাসী পবন ধীরে বয়ে যায় / অতীত স্মৃতিপরাণে জাগায়।" — নজরুল ইসলাম